অবসরে যাওয়া পুলিশ সদস্যদের সুসজ্জিত গাড়িতে বাড়ি পাঠালেন চুয়াডাঙ্গার এসপি

চুয়াডাঙ্গা জেলা থেকে পিআরএল (অবসর) গমনকারী সহকর্মীদ্বয়কে আনুষ্ঠানিকতার সাথে সুসজ্জিত গাড়িতে করে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ধারাবাহিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখলো জেলা পুলিশ।

রবিবার সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয় হতে পিআরএল (স্বেচ্ছায় অবসর),গমনকারী এএসআই (নিঃ) আব্দুল মজিদ ও কনস্টেবল মোঃ মশিউর রহমান কে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম কর্মজীবনে সততা, কর্মনিষ্ঠা ও সাহসীকতার সাথে অতিবাহিত করার জন্য তাদেরকে ক্রেস্ট ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন এবং আনুষ্ঠানিকতার সাথে সুসজ্জিত গাড়িতে করে নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এএসআই(নিঃ) আব্দুল মজিদ ও কনস্টেবল মোঃ মশিউর রহমান চাকরি শেষে নিজ কর্মস্থল হতে এমন সম্মানজনক বিদায় পেয়ে অনেকটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তারা এমন আয়োজনের জন্য সুযোগ্য পুলিশ সুপার মহোদয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। চাকুরী হতে অবসরে যাবার শেষ দিনটাতে নিজ কর্মস্থল থেকে বাড়ি পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকতার সাথে সুসজ্জিত গাড়িতে করে বাড়িতে যাওয়া অবশ্যই প্রত্যেকটি পুলিশ সদস্যের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও সম্মানের। এএসআই (নিঃ) আব্দুল মজিদ বলেন, চাকুরী জীবনে তো কত সহকর্মীকেই অবসরে যেতে দেখেছি কিন্তু তাদের অধিকাংশকেই নিরবে চলে যেতে হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয় ভাগ্যবান।

এসময় আরো উপস্থিত থেকে বিদায় জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তাগণ।

শের আলী মিয়া ১১৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেশের সবচে প্রবীন ও বয়স্ক মানুষ ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের শের আলী মিয়া হাওলাদার ইন্তেকাল করেছেন।

রোববার বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১১৩ বছর। এ খবর নিশ্চিত করেন মহারাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম। জাতীয় পরিচয়পত্র মোতাবেক শের আলী মিয়া ১৯০৮ সালের ১৭ জুলাই (জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৪৪১১৯৫৮৩৯৪৮৭০) জন্ম গ্রহন করেন।

গত ৯ জুলাই শের আলী মিয়ার ছেলে শহিদুল ইসলামের সঙ্গে কথা হলে তখন তিনি জানিয়েছিলেন জানান, তার পিতা আগের চেয়ে কম চলাফেরা করতে পারেন। হুইল চেয়ারে বসে সব কিছু করেন। খাওয়া দাওয়া আগের মতোই আছে। নিজে ওজু করে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। জীবনে কোন অসুখ বিসুখ তাকে স্পর্শ করেনি। শেষ জীবনে এসেও তিনি এক প্রাণবন্ত মানুষ।

জীবদ্দশায় শেল আলী মিয়া জানিয়েছিলেন, ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি সবেমাত্র কৈশর থেকে যৌবনে পা রেখেছেন। শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার রাহাপাড়া গ্রামে তারা বসবাস করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ভারত বর্ষ থেকে ব্রিটিশরা যখন সৈন্য সংগ্রহ শুরু করে, তখন শের আলী ও তার বড় মামা আমজাদ আলী সরদার যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যদলে নাম লেখান। সে সময় তারা তাকে একটি সার্টিফিকেটও দেন, যেটি তার ছেলেরা হারিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে তার মা-বাবাসহ বাড়ির সবাই কান্নাকাটি শুরু করেন।

যুদ্ধে যাওয়া বাধ্যতামুলক করে ব্রিটিশ নেতৃত্বাধীন জোট ফরমান জারী করলে শের আলী মিয়া ও তার বড় মামা তখন যুদ্ধে না গিয়ে পালিয়ে যান ভারতের বনগাঁর কাঠালিয়া গ্রামে। পরবর্তীতে সপরিবারে ভারতে বসবাস শুরু করেন। ভারত থেকে তিনি প্রায় শরীয়তপুরের রাহাপাড়া গ্রামে আসা যাওয়া করতেন।

আনুমানিক ২০/২২ বছর বয়সে তিনি পাশ্ববর্তী নলতা গ্রামের করম আলী

খুনকারের মেয়ে আছিয়া খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম পক্ষের এক কন্যা সন্তান হওয়ার পর স্ত্রীর আর কোন সন্তান হবে না জানতে পেরে তিনি নলতা গ্রামের তমিজ উদ্দীন মাঝির কন্যা রুপভান বেগমকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর পক্ষে ৫ ছেলে ও ১ মেয়ে। ১৯৬৮ সালে ছোট স্ত্রী রুপভান ও ১৯৯৯ সালে বড় স্ত্রী আছিয়া খাতুন ইন্তেকাল করেন।

শের আলী মিয়ার ভাষ্যমতে, ১৯৪৬ সালে ভারতে পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে সম্পত্তি বিনিময় করে তিনি ৫ ভাই ও পিতা মাতার সাথে চলে আসেন যশোরের চৌগাছা উপজেলার ভাদড়া গ্রামে। ভাদড়া গ্রামে এসে দেখেন মুসলিমদের নামাজ পড়ার কোন মসজিদ নেই। ১০/১৫ ঘর মানুষের বেশির ভাগ মুসলিম হিন্দু রীতি অনুসরণ করেন। এ সব দেখে তিনি নিজের ইমান আকিদা রক্ষা করতে চলে আসেন ঝিনাইদহের কুলবাড়িয়া গ্রামে।

এলাকার চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম রোববার বিকালে জানান, পারিবারিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশের সবচে প্রবীনতম ব্যক্তি শের আলীর জানাযা ও দাফন সম্পন্ন হবে। তিনি দুঃখ করে বলেন, গিনেজ বুক অব ওয়ার্ড রেকর্ডস এ নাম ওঠানো আমাদের দাবী ছিল। কিন্তু সেটা আর হলো না।

ঝিনাইদহে যুবলীগের মাসব্যাপী খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন

শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষে ঝিনাইদহে মাসব্যাপী দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে শহরের এইচএসএস সড়কের জেলা যুবলীগের কার্যালয় চত্বরে ভার্চুয়ালি এ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় যুব লীগের যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত পাল ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল আল সোহাগ।

এসময় ঝিনাইদহ জেলা যুবলীগের আহবায়ক আশফাক মাহমুদ জন, যুগ্ম-আহবায়ক রাশিদুর রহমান রাসেল, যুগ্ন আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শিমুল, হাফিজুর রহমান, রাজু আহম্মেদ, সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক শাহ মোঃ ইব্রাহীম খলিল রাজা, পৌর যুবলীগের আহবায়ক কাজী জাহিদ হাসান দিপুল, জেলা যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলমসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে শতাধিক মানুষের মাঝে খাবার তুলে দেন নেতৃবৃন্দ। আয়োজকরা জানান, মাসব্যাপী শহরের চলাচলকারী ইজিবাইক, রিক্সা, ভ্যান চালক, দিনমজুরসহ দুস্থ মানুষের মাঝে জেলা যুবলীগের পক্ষ থেকে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হবে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে তানজিল ফিরে পেলো তার বাবা-মাকে

চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম পেশাগত দায়িত্ব এর পাশাপাশি সকল প্রকার সামাজিক দায়িত্ব নিজেই তত্ত্বাবধায়ন করে সমাধানের চেষ্টা করছেন।

চুয়াডাঙ্গায় পরিচিত হয়ে উঠেছেন মানবিক পুলিশ সুপার। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা’র দামুড়হুদা থানাধীন সুবলপুর গ্রামের মোঃ বেল্টু (২৮) এবং দর্শনা থানাধীন সদাবরী গ্রামের বর্না খাতুন
(২৪) ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ২০১১ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সংসার জীবনে তানজিল হোসেন(৫) নামে একটি শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুখে স্বাচ্ছন্দে চলছিল তাদের সুখের সংসার। স্বামী-স্ত্রীর সামান্য মতবিরোধ ও মান-অভিমানের কারণে সুখের সংসারে ভাঙ্গন ধরে। বেল্টু সিদ্ধান্ত নেয় বিচ্ছেদের। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ঘটনা সংক্রান্তে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

রবিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার দিক-

নির্দেশনায় ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ এর মধ্যস্থতায় এএসআই মোসলেম উদ্দিন উক্ত অভিযোগের তদন্তভার গ্রহণ করে স্বামী- স্ত্রী উভয়কে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। অবশেষে স্বামী স্ত্রী তাদের ভুল বুঝতে পারেন। একপর্যায়ে তারা ফিরে পায় তাদের সুখের সংসার এবং অবুঝ শিশু তানজিল ফিরে পায় তার বাবা মাকে।

মেহেরপুরে জেলা পরিষদের উদ্যেগে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা অব্যাহত রয়েছে।

রবিবার বিকেলে মেহেরপুর উপজেলার বামন পাড়া মোড় থেকে শুরু করে বন্দর, চকশ্যামনগর, মোনাখালী, দারিয়াপুর, বাগোয়ান ও মুজিবনগরের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় ও পথচারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে এসকল সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় তিনি বলেন, বিশ্বের প্রতিটা দেশের মতোই আমাদের বাংলাদেশ ও এই করোনা মহামারীর মোকাবেলা করছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ প্রতিটি মানুষকেই মাস্ক পরিধান করতে হবে, সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তাই আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষের মাঝে মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ এবং সাবান দিয়ে আসছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমরা মাস্ক যখন দিচ্ছি তখন সবাই মুখে না দিয়ে হাতে রেখে দিচ্ছেন। এটা শুধু আপনার ক্ষতি নয়, আমাদের ক্ষতি আমাদের দেশের ক্ষতি।

তিনি আরো বলেন, আমরা এই করোনা যুদ্ধ জয় করতে পারি মাস্ক পরিধানের মাধ্যমে। মাক্স ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। বাড়িতে বের হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সকলকেই মাস্ক পরিধান করতে হবে। এ সময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান সহকারীী জিল্লুর রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের গোপনীয় সহকারী শাহীন ইকবাল এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারী মুকুল এবং মোছাঃ নার্গিস আরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ছেলের জানাজায় বাবা

দর্শনা সুলতানপুরে সাপের কামড়ে করুন মৃত্যু হলো ৭ বছরের শিশু পুত্র আফ্রিদির। মাত্র ১ দিন আগে ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত বাবা রকিবুল ইসলাম প্যারোলে মুক্তি নিয়ে ছেলের জানাযা ও দাফনে অংশ নিলেন।

দামুড়হুদার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের সুলতানপুর মসজিদপাড়ার রকিবুল ইসলাম রকিবের ৭ বছর বয়সি ছেলে আফ্রিদি গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কবুতরের ঘরের দরজা লাগাতে গেলে বিষাক্ত সাপে দংশন করে।

এ সময় তার মা সহ পরিবারের সদস্যদের জানালে তারা সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। ফলে রাতভর মৃত্যু যন্ত্রনা ভোগ করে ভোর ৪ টার দিকে মারা যায় আফ্রিদি।

মাত্র ১ দিন আগে জেল হাজতে যান রকিব। ছেলের মৃত্যুতে শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কড়া পুলিশি প্রহরায় সুলতানপুর আসেন রকিব। পায়ে বেড়ি পরিহিত রকিব ছেলের জানাযার নামাজ ও দাফনে অংশ নেন।

এ সময় এক হৃদয় বিদারক অবস্থার সৃস্টি হয়।।

ঝিনাইদহে ভোগান্তি উপেক্ষা করে ঢাকা ছুটছে হাজার হাজার মানুষ

চলমান কঠোর লকডাউনের মাঝে কলকারখানা খোলার ঘোষনায় মহাসড়কে বেড়েছে মানুষের চলাচল। শনিবার সকাল থেকে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ঢাকাগামী যাত্রীদের ভীড় বেড়ে যায়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে ভীড়। বিভিন্ন স্থান থেকে ইজিবাইক, ভ্যান রিক্সা যোগে টার্মিনালে এসে হাজির হতে থাকেন তারা।

গণপরিবহন বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন হাজারো কর্মজীবী মানুষ। কাজে যোগ দিতে ইজিবাইক, মাহেন্দ্রসহ ছোট ছোট যানে ঢাকায় ফিরতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পৌছে সেখান থেকে নতুন বাহনে ঢাকা অভিমুখে ছুটছেন তারা। যাত্রীদের অতিরিক্ত চাপে ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করে যানবাহন মালিক রা। কয়েকগুন বেশি ভাড়া দিয়ে চাকরী বাঁচাতে ঢাকায় ছুটছেন মানুষ। যানবাহন না পেয়ে অনেককে বসে থাকতে দেখা গেছে।

যশোর থেকে ঢাকাগামী যাত্রী রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমরা যশোর থেকে আসছি। ঢাকা যাবো। আগামীকালকে থেকে তো অফিস খোলা। চাকরী বাঁচাতে অফিসে যেতেই হবে। সেই কারণে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে অনেক কষ্ট-দুর্ভোগ সহ্য করে সিএনজি, অটোরিকসা করে ঝিনাইদহ পর্যন্ত পৌছেছি।

আব্দুল্লাহ নামের আরেক যাত্রী বলেন, আমি আসছি অভয়নগর যশোর থেকে। এখন যাব ঢাকা। আমার সঙ্গে স্ত্রী সন্তান আছে। এখন কি করে ঢাকা যাবো তা নিয়ে ভাবছি। তিনি বলেন, ১০ টাকার ভাড়া ১০০ টাকা নিচ্ছে। তাও গাড়ি পাচ্ছি না। খুবই বিপদে আছি। চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে আসা নাজমুল হোসেন নামের এক যাত্রী বলেন, সরকার জনগণের কথা কখনো চিন্তাই করে না। আমাদের কথা যদি ভাবতো তাহলে গাড়ী চালু করতো। গাড়ী বন্ধ করে গার্মেন্টস খুলে দেওয়া কোন ভাবেই ঠিক হয়নি। এভাবে ভোগান্তী দেওয়া ঠিক না।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ ট্রাফিট ইন্সপেক্টর সালাহউদ্দিন বলেন, সকাল থেকে টার্মিনালে মানুষের উপস্থিতি বেড়েছে। তারা ছোট ছোট যানবাহনে গন্তব্যে যাচ্ছেন।

কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শাফায়েত নামে ৫ বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্য হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে উপজেলার কুশনা ইউনিয়নের আলোকদিয়া গ্রামে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাফায়েত ওই গ্রামের মোঃ আশরাফ আলীর ছেলে। নিহতের পিতা জানায়, শুক্রবার আমার বাড়িতে মেহমান আসে। বিকালে শাফায়েত বাড়ির পাশে নুর ইসলামের পুকুর পাড়ে একা খেলা করছিল। এসময় অসাবধানতাবশত সে পুকুরে পড়ে যায়। তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খুঁজতে থাকে। পরে পুকুরের মধ্যে শিশু শাফায়েতকে ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সৎ ছেলের অস্ত্রের আঘাতে সৎ মা যখম

সৎ ছেলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন নুরাছন খাতুন (৪০) নামের এক মহিলা। বৃহস্পতিবার সন্ধায় ওই মহিলাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করে তারই সতীনের ছেলে আলাউদ্দিন ।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

ভর্তি করে। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে। নুরেছন খাতুন ভাটপাড়া গ্রামের আফেল উদ্দিনের স্ত্রী।

আহত নুরাছন খাতুন জানান, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। এ সময় তার সতীনের ছেলে আলাউদ্দিন আমাকে কিছু না বলেই কিল ঘুষি লাথি মারতে থাকে। আমি তার মার খেয়ে উঠানে পড়ে যাই। এ সময় ঘর থেকে ধারালো হাসুয়া নিয়ে তোকে আজ খুন করে ফেলবো এই বলে ধারালো হাসুয়া দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করলে আমার প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার করি। আমার চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে আসে। তার আগেই আমাকে তার হাতের হাসুয়া দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কোপ মারে।পরে স্থানীয়রা ছুটে আসলে আলাউদ্দিন হাসুয়া ফেলে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, নুরেছন খাতুনের চিৎকারে আমরা ছুটে যেয়ে দেখি আলাউদ্দিন তাকে একটি হাসুয়া দিয়ে মারধর করছে। আমরা আলাউদ্দিনকে ঠেকানোর চেষ্টা করি এবং নুরেছন খাতুন কে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করি। নুরেছন খাতুনের ভাই আবেদ আলী জানান,আমার বোনকে আলাউদ্দিন হাসুয়া দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। আমরা তার চিকিৎসার জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছি। আমার বোন নুরাছন খাতুন ও আলাউদ্দিন সম্পর্কে সৎ ছেলে ও সৎ মা। তাদের বসবাস একই বাড়িতে হলেও সংসারে পৃথক। উল্লেখযোগ্য কোনো দোষ ছাড়াই আমার বোনকে কুপিয়ে আহত করা হয়েছে।।

আহত নুরেছন খাতুন এর স্বামী আফেল উদ্দিন জানান, আলাউদ্দিন আমার প্রথম স্ত্রীর বড় ছেলে। তারা খুব ছোট থাকতেই নুরেছন খাতুন কে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করি। কয়েক বছর আগে আমার প্রথম স্ত্রী স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। আমরা সকলে একই জায়গায় বসবাস করি । আজ হঠাৎ আমার স্ত্রীকে মারধর করে আমার বড় ছেলে আলাউদ্দিন। তবে কি কারণে মারধর করেছে তা জানিনা।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) বজলুর রহমান জানান্ এবিষয়ে কোনো অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদী থেকে অজ্ঞাত এক মহিলার ভাসমান গলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বুধবার সন্ধ্যায় কুমারখালী উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ সংলগ্ন গড়াই নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতের শরীরে লাল -খয়েরী শাড়ী, খয়েরী ব্লাউজ ও জলপাই রঙের পেডি, বামহাতে কাঁচের চুরি ও ডান পাঁয়ে একটি রূপার তোড়া ছিল।
এদিকে নদীতে ভাসমান মরদেহ’র খবর মূহুর্তেই ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে মরদেহ দেখতে ভিড় জমায় উৎসুক জনতা। পুলিশ ও

এলাকাবাসী জানায়, বুধবার বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে জয়নাবাদ ইসতেমা মাঠ সংলগ্ন গড়াই নদীতে গলিত এক মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে লাশের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, গড়াই নদীতে ভাসমান মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে মরদেহটি নৌ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করেন।